“তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে”।

ওয়ায়িল হাযরামী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামাহ্ ইবনু ইয়াযীদ আল জু’ফী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ মর্মে প্রশ্ন করলেন, “হে আল্লাহর নবী! যদি আমাদের উপর এমন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তারা তাদের হক তো আমাদের কাছে দাবী করে কিন্তু আমাদের হক তারা দেয়না। এমতাবস্থায় আপনি আমাদেরকে কী করতে বলেন? তিনি তার উত্তর এড়িয়ে গেলেন। তিনি আবার তাকে প্রশ্ন করলেন। আবার তিনি এড়িয়ে গেলেন। এভাবে প্রশ্নকারী দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আশ’আস ইবনু কায়স তাকে (সালামাকে) টেনে নিলেন এবং বললেন: “তোমরা শুনবে এবং মানবে। কেননা তাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তাদের উপর বর্তাবে আর তোমাদের উপর আরোপিত দায়িত্বের বোঝা তোমাদের উপর বর্তাবে”। [সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সেই সব আমিরদের (নেতাদের) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যারা জনগণের কাছ থেকে তাদের অধিকার দাবি করে, যেমন শ্রবণ ও আনুগত্য করা আর জনগণের প্রাপ্য অধিকার, যেমন ন্যায়বিচার প্রদান, গণিমত প্রদান, অভিযোগের প্রতিকার এবং প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করাকে অস্বীকার করে। আপনি আমাদেরকে তাদের সাথে কী করতে আদেশ করেন? নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন; যেন তিনি এসব প্রশ্ন অপছন্দ করলেন, কিন্তু প্রশ্নকারী তাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, ফলে আশআস ইবনু কায়িস রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ করানোর জন্য তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উত্তর দিলেন: তোমরা তাদের কথা শুনবে, তাদের নির্দেশের আনুগত্য করবে, কারণ তাদেরকে ইনসাফ প্রদান করা এবং প্রজাদের অধিকার দেওয়ার যে দায়িত্ব অর্পন ও সোপর্দ করা হয়েছে তার জন্য তারা দায়ী আর তোমাদেরকে আনুগত্য করা, হক প্রদান করা ও মুসিবতের ওপর ধৈর্যধারন করার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার জন্য তোমরা দায়ী।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/5037